মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি

প্রজ্ঞাপন

তারিখঃ- ../../১৪৩২ বাংলা ../../২০২৫ খ্রি.

নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে, মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৩২ নং আইন) এর অধিকতর সংশোধন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়, এবং

যেহেতু সংসদ ভাঙিয়া যাওয়া অবস্থায় রহিয়াছে এবং রাষ্ট্রপতির নিকট ইহা সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইয়াছে যে, আশু ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান রহিয়াছে;

সেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৯৩(১) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি নিম্নরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করিলেন, যথা:-

উপরি-উক্ত আইনের—

(১) ধারা ১ এর উপ-ধারা (১) নিম্নোক্তভাবে প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা—

"এই আইন বাংলাদেশ মাইক্রোফাইন্যান্স রেগুলেটরী অথরিটি আইন, ২০০৬ নামে অভিহিত হইবে।"

(২) ধারা ২ এর উপ-ধারা (৪) এ উল্লেখিত "এক্সিকিউটিভ" শব্দের পর "ভাইস-" শব্দ ও চিহ্ন বিলুপ্ত হইবে। অতঃপর অত্র আইনের সকল স্থানে ব্যবহৃত "এক্সিকিউটিভ ভাইস-চেয়ারম্যান" শব্দসমূহ "এক্সিকিউটিভ চেয়ারম্যান" শব্দসমূহ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইবে।

(৩) ধারা ২ এর উপ-ধারা (৫) এ উল্লেখিত "মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি" শব্দগুচ্ছের পরিবর্তে "বাংলাদেশ মাইক্রোফাইন্যান্স রেগুলেটরী অথরিটি" শব্দগুচ্ছ প্রতিস্থাপিত হইবে। অতঃপর অত্র আইনের সকল স্থানে ব্যবহৃত "মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি" শব্দগুচ্ছ "বাংলাদেশ মাইক্রোফাইন্যান্স রেগুলেটরী অথরিটি" শব্দগুচ্ছ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইবে।

(৪) ধারা ২ এর উপ-ধারা (১৯) এ উল্লেখিত "সনদ" শব্দটির পরিবর্তে "লাইসেন্স" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে। অতঃপর অত্র আইনের সকল স্থানে ব্যবহৃত "সনদ" শব্দটি "লাইসেন্স" শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইবে।

(৫) ধারা ২ এর উপ-ধারা (২০) নিম্নোক্তভাবে প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা—

" 'সার্ভিস চার্জ' অর্থ ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের অধীন ঋণকৃত অর্থের জন্য ঋণগ্রহীতা কর্তৃক পরিশোধকৃত বা প্রদেয় যেকোন আর্থিক চার্জ বা সুদ বা মুনাফার শেয়ার, যে নামেই অভিহিত হোক না কেন; "

(৬) ধারা ২ এর উপ-ধারা (২১) নিম্নোক্তভাবে প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা—

" 'ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান' অর্থ এই আইনের অধীন ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কর্তৃপক্ষ হইতে লাইসেন্স প্রাপ্ত কোন প্রতিষ্ঠান যাহা সংক্ষেপে এমএফআই হিসাবে পরিচিত হইবে।"

(৭) ধারা ২ এর উপ-ধারা (২৩) হিসাবে নিম্নোক্ত নতুন উপ-ধারা সন্নিবেশিত হইবে, যথা—

" 'অলাভজনক ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান' অর্থ কর্তৃপক্ষের লাইসেন্স প্রাপ্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান যাহার কোন মালিকানা থাকিবে না ও যাহার উদ্বৃত্ত বা মুনাফা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে ব্যবহৃত হইবে এবং যাহার অবসায়ন বা কার্যক্রম বন্ধ করা হইলে কর্তৃপক্ষ উহার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ক্ষুদ্রঋণ গ্রাহকদের সামাজিক কল্যাণে নির্ধারিত পদ্ধতিতে ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে। "

(৮) ধারা ২ এর উপ-ধারা (২৪) হিসাবে নিম্নোক্ত নতুন উপ-ধারা সন্নিবেশিত হইবে, যথা—

" 'ব্যক্তি' অর্থ কোনো ব্যক্তি, ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান, কোম্পানি, অংশীদারী কারবার বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা;"

(৯) ধারা ২ এর উপ-ধারা (২৫) হিসাবে নিম্নোক্ত নতুন উপ-ধারা সন্নিবেশিত হইবে, যথা—

" 'সাধারণ পর্ষদ' অর্থ ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের সাধারণ পর্ষদ;"

(১০) ধারা ২ এর উপ-ধারা (২৬) হিসাবে নিম্নোক্ত নতুন উপ-ধারা সন্নিবেশিত হইবে, যথা–

" 'নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষ' অর্থ আইনের ইতিপূর্বের ধারা ২ এর উপ-ধারা (২১) এ উল্লেখিত আইনসমূহের অধীনে নিবন্ধন প্রদানকারী সরকারী দপ্তর বা কর্তৃপক্ষ।"

(১১) ধারা ১০ এর উপ-ধারা (১) নিম্নোক্তভাবে প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা–

"কর্তৃপক্ষের একজন এক্সিকিউটিভ চেয়ারম্যান থাকিবেন, যিনি সরকার কর্তৃক নিযুক্ত অন্যূন অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদা সম্পন্ন হইবেন।"

(১২) ধারা ১২ এর উপ-ধারা (৩) এ উল্লেখিত শর্তের পর নিম্নোক্ত একটি শর্ত সন্নিবেশিত হইবে, যথা–

"আরো শর্ত থাকে যে, সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদানের অর্থ ব্যতীত কর্তৃপক্ষের নিজস্ব আয়ের অর্থ দ্বারা পরিচালনা বোর্ডের অনুমোদনক্রমে বাংলাদেশ ব্যাংকের ন্যায় কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে বিভিন্ন অগ্রীম, ভাতা ও সুবিধাদি প্রদান করা যাইবে।"

(১৩) ধারা ১২ক হিসাবে নিম্নোক্ত নতুন ধারা সন্নিবেশিত হইবে, যথা–

"১২ক। কর্তৃপক্ষের ঋণ গ্রহণ।–কর্তৃপক্ষ ও ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধির নিমিত্ত প্রকল্প বা কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, ব্যাংক বা ঋণ প্রদানকারী সংস্থা বা অন্য কোন দেশি-বিদেশি উৎস হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে পারিবে।"

(১৪) ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (১) নিম্নোক্তভাবে প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা–

"কর্তৃপক্ষের লাইসেন্স বা অনুমোদন ব্যতীত কোন প্রতিষ্ঠান ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করিতে পারিবে না।

তবে সরকারি দপ্তর বা সংস্থা, আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনাকারী সংস্থা এবং ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান উপ-ধারা (১) এর আওতাভুক্ত হইবে না;"

(১৫) ধারা ১৬ এর উপ-ধারা (৬) হিসাবে নিম্নোক্ত নতুন উপ-ধারা সন্নিবেশিত হইবে, যথা–

"ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান উহার নামের শেষাংশে 'এমএফআই' শব্দটি ব্যবহার করিবে এবং ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্য কোন প্রতিষ্ঠান উহার নামের অংশ হিসাবে এমএফআই বা এমন কোন শব্দ ব্যবহার করিবে না যাহাতে উহাকে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান হিসাবে মনে করিবার অবকাশ থাকে।"

(১৬) ধারা ১৬ এর উপ-ধারা (৭) হিসাবে নিম্নোক্ত নতুন উপ-ধারা সন্নিবেশিত হইবে, যথা–

"ইতিপূর্বে অথরিটির লাইসেন্স প্রাপ্ত কোন ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান এই সংশোধনী আইন কার্যকর হইবার তারিখ হইতে ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে নিম্নোক্ত শর্ত পরিপালন করিলে এই আইনের অধীন লাইসেন্স প্রাপ্ত মর্মে বিবেচিত হইবে এবং প্রতিষ্ঠানের পূর্বের লাইসেন্স নম্বরের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকিবে:

(ক) বিদ্যমান নামের সাথে "এমএফআই" শব্দ যুক্ত করিয়া প্রতিষ্ঠানের সাধারণ পর্ষদে অনুমোদনপূর্বক কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল ও অনুমোদন করিতে হইবে;

(খ) কর্তৃপক্ষের বিধি বিধানের সাথে সামঞ্জস্য রাখিয়া গঠনতন্ত্র প্রণয়ন ও প্রতিষ্ঠানের সাধারণ পর্ষদে অনুমোদনপূর্বক তা কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল ও অনুমোদন করিতে হইবে;

(গ) নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত বিদ্যমান সাধারণ পর্ষদ ও পরিচালনা পর্ষদ অপরিবর্তিত রেখে কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল ও অনুমোদন করিতে হইবে;

(ঘ) সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিদ্যমান ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের দায়-সম্পদ পৃথকভাবে নির্ধারণপূর্বক কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল ও অনুমোদন করিতে হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, দায়-সম্পদ নিরূপনসহ উপ-ধারা (৭) এর অন্যান্য প্রক্রিয়া সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষ আরো ০৬ (ছয়) মাস সময় বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

আরো শর্ত থাকে যে, উপ-ধারা (৭) অনুযায়ী বিদ্যমান কোন ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান আবেদন দাখিল হইতে বিরত থাকিলে বিষয়টি সনদ বাতিলের একটি কারণ হিসাবে গণ্য হইবে।"

(১৭) ধারা ১৬ এর উপ-ধারা (৮) হিসাবে নিম্নোক্ত নতুন উপ-ধারা সন্নিবেশিত হইবে, যথা –

"উপ-ধারা (৭) অনুযায়ী লাইসেন্স প্রাপ্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের উপর ইতিপূর্বের ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষের কোন কর্তৃত্ব বা এখতিয়ার থাকিবে না এবং উহা নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত সত্তা হইতে ভিন্ন সত্তা হিসাবে পরিগণিত হইবে।"

(১৮) ধারা ১৬ এর উপ-ধারা (৯) হিসাবে নিম্নোক্ত নতুন উপ-ধারা সন্নিবেশিত হইবে, যথা–

"এই সংশোধনী কার্যকর হইবার পূর্বে কোন ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান অলাভজনক সংস্থা হিসাবে পরিচালিত হইয়া থাকিলে এই আইনেও অনুরূপ অলাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিচালিত হইবে।"

(১৯) ধারা ১৬ এর উপ-ধারা (১০) হিসাবে নিম্নোক্ত নতুন উপ-ধারা সন্নিবেশিত হইবে, যথা–

"ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানকে যে নামে লাইসেন্স প্রদান করা হইবে তাহা কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে পরিবর্তন করা যাইবে না।"

(২০) ধারা ২১ এর উপ-ধারা (১) নিম্নোক্তভাবে প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা–

"কর্তৃপক্ষ সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা সনদপ্রাপ্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা সম্বলিত তালিকা প্রকাশ করিবে।"

(২১) ধারা ২৪ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (জ) নিম্নোক্তভাবে প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা–

"ঋণগ্রহীতা ও তাহাদের পরিবারের সদস্যদের জন্য বিভিন্ন প্রকার বীমা সার্ভিস, গ্রাহক কল্যাণ তহবিল ও অন্যান্য সামাজিক উন্নয়নমুখী সহায়তা প্রদান করা।"

(২২) ধারা ২৪ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (জ) এর পর নিম্নোক্ত নতুন দফা সন্নিবেশিত হইবে, যথা–

"(ঝ) পুঁজি সরবরাহসহ উদ্যোক্তা তৈরিতে সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে কটেজ, মাইক্রো ও স্মল এন্টারপ্রাইজ (সিএমএসই) এর উন্নতি সাধন।"

(২৩) ধারা ২৭ এর উপ-ধারা (১) এর "হইবেন।" শব্দ ও চিহ্নের পর "তবে শর্ত থাকে যে, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে নিয়োগ প্রদান করিবার পূর্বে কর্তৃপক্ষের অনাপত্তি গ্রহণ করিতে হইবে।" শব্দগুচ্ছ ও চিহ্ন সন্নিবেশিত হইবে।

(২৪) ধারা ২৭ এর উপ-ধারা (২) নিম্নোক্তভাবে প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা–

"উপ-ধারা (১) এর অধীন নিযুক্ত প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সাধারণ পর্ষদ ও পরিচালনা পর্ষদে সাচিবিক দায়িত্ব পালন করিবেন। তবে শর্ত থাকে যে, অলাভজনক ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা পদাধিকার বলে প্রতিষ্ঠানের সাধারণ পর্ষদ ও পরিচালনা পর্ষদের সদস্য হিসাবে বিবেচিত হইবেন এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার নিয়োগ ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে তাহার ভোটাধিকার থাকিবে।"

(২৫) ধারা ২৭ এর উপ-ধারা (৩) নিম্নোক্তভাবে প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা–

"কোন ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ব্যতীত বেতনভোগী অন্য কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সাধারণ পর্ষদ বা পরিচালনা পর্ষদের সদস্য হইতে পারিবেন না।"

(২৬) ধারা ২৮ এর উপ-ধারা (১) নিম্নোক্তভাবে প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা–

"ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের সাধারণ পর্ষদের সদস্য, পরিচালনা পর্ষদের সদস্য, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ইত্যাদির অযোগ্যতা।–দেউলিয়া ঘোষিত হইয়াছেন বা কোন সময় দেউলিয়া ছিলেন বা নৈতিক স্খলনজনিত কোন অপরাধ বা দুর্নীতি বা তহবিল তসরূপের কারণে তিনি কোন ফৌজদারী আদালত কর্তৃক দন্ডিত হইয়াছেন অথবা কর্তৃপক্ষ যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, উক্তরূপ কোন কারণে তাহাকে দায়িত্ব হইতে অপসারণ করা হইয়াছে এমন কোন ব্যক্তি কোন

প্রতিষ্ঠানের সাধারণ পর্ষদ বা পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান বা সদস্য বা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বা প্রধান অর্থ কর্মকর্তা নির্বাচিত বা নিযুক্ত হইতে বা থাকিতে পারিবেন না।"

(২৭) ধারা ২৮ এর উপ-ধারা (৩) নিম্নোক্তভাবে প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা–

"ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ সার্বক্ষণিক হইবেন এবং একই সময়ে একাধিক প্রতিষ্ঠানে কর্মকর্তা বা কর্মচারী হিসাবে কর্মরত থাকিতে পারিবেন না।"

(২৮) ধারা ২৯ এর উপ-ধারা (১) নিম্নোক্তভাবে প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা–

"ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের সাধারণ পর্ষদের সদস্য, পরিচালনা পর্ষদের সদস্য, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ইত্যাদির অপসারণ।–(১) কর্তৃপক্ষ যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, কোন প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান বা সাধারণ পর্ষদ বা পরিচালনা পর্ষদের কোন সদস্য বা উহার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে প্রতিষ্ঠানের গ্রাহক ও আমানতকারীর জন্য ক্ষতিকর কার্যকলাপ রোধকল্পে বা উহার যথাযথ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে বা জনস্বার্থে অপসারণ করা প্রয়োজন, তাহা হইলে কর্তৃপক্ষ যে কোন সময়, কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া, আদেশ দ্বারা উক্ত চেয়ারম্যান, সাধারণ পর্ষদ বা পরিচালনা পর্ষদের সদস্য বা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে তাহার পদ হইতে অপসারণ করিতে পারিবে।"

(২৯) ধারা ২৯ক হিসাবে নিম্নোক্ত নতুন ধারা সন্নিবেশিত হইবে, যথা–

"ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদ বাতিল করার ক্ষমতা।–(১) কর্তৃপক্ষ যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, কোন ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদ এর কার্যকলাপ উহার বা উহার গ্রাহকদের স্বার্থের পরিপন্থী বা ক্ষতিকর বা ধারা ২৯(১) এ উল্লেখিত যে কোন বা সকল কারণে উক্ত পর্ষদ বাতিল করা প্রয়োজন, তাহা হইলে কর্তৃপক্ষ কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া, লিখিত আদেশ দ্বারা উক্ত পর্ষদ বাতিল করিতে পারিবে এবং যে কোন ব্যক্তিকে ৬ (ছয়) মাসের জন্য প্রশাসক হিসাবে নিয়োগ করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কর্তৃপক্ষ, প্রয়োজনে, উক্ত মেয়াদ অনধিক ৬ (ছয়) মাস বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন নিযুক্ত প্রশাসক পরিচালনা পর্ষদের সমুদয় কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কর্তৃপক্ষ আইন ও তদধীন প্রনীত বিধিমালার বিধানাবলী সাপেক্ষে নিযুক্ত প্রশাসকের কর্তৃত্ব, ক্ষমতা ও কার্যাবলী আদেশ দ্বারা নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন নিযুক্ত প্রশাসক কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মোতাবেক পরিচালনা পর্ষদ পুনর্গঠন করিবেন এবং তাহা কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে অবহিত করিবেন।

(৪) উপ-ধারা (১) এর অধীন নিযুক্ত প্রশাসক যে কোন সময় স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন অথবা কর্তৃপক্ষ, প্রয়োজনে, যে কোন সময় তাহাকে প্রত্যাহার করিতে পারিবে।

(৫) কোন ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের কোন সদস্য গ্রাহক, কর্মকর্তা, কর্মচারী, পাওনাদার, দেনাদার, দান বা অনুদান প্রদানকারী অথবা তহবিল যোগানদাতা ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কেহ এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানের সহিত স্বার্থের সংঘাত (Conflict of Interest) রহিয়াছে এইরূপ কোন ব্যক্তি এই উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রশাসক পদে নিযুক্তির যোগ্য বিবেচিত হইবেন না।

(৬) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানে প্রশাসক নিয়োগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির যোগ্যতা ও উপযুক্ততা, এই আইন ও তদধীন প্রণীত বিধিবিধান এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের গঠনতন্ত্র ও চাকুরী নীতিমালার বিধান সাপেক্ষে, কর্তৃপক্ষের পরিচালনা বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।"

(৩০) ধারা ৩৫ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (গ) এর পরে দফা (গগ) হিসাবে নিম্নোক্ত নতুন দফা সংযোজিত হইবে, যথা–

"অথরিটির লাইসেন্স প্রাপ্ত কোন প্রতিষ্ঠান ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রদান করিলে; বা"

(৩১) ধারা ৩৫ এর উপ-ধারা (২) নিম্নোক্তভাবে প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা–

"কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এ উল্লেখিত অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত হইলে তিনি অনধিক ১ (এক) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে, দণ্ডনীয় হইবেন।

উল্লেখ থাকে যে, অর্থ তসরূপের ক্ষেত্রে তসরূপকৃত অর্থ প্রযোজ্য সুদসহ জরিমানা হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে এবং উক্ত অর্থ সংশ্লিষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান প্রাপ্য হইবে।"

(৩২) ধারা ৩৭ এর উপ-ধারা (৭) এ উল্লেখিত "জমা" শব্দের পর "না" শব্দ সন্নিবেশিত হইবে।

(৩৩) ধারা ৪২ নিম্নোক্তভাবে প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা—

"এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ অ-আমলযোগ্য (Non-Cognizable), জামিনযোগ্য (Bailable) এবং আপোষযোগ্য (Compoundable) হইবে।"

(৩৪) ধারা ৪৪ক হিসাবে নিম্নোক্ত নতুন ধারা সন্নিবেশিত হইবে, যথা—

"ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের পাওনা আদায়, ইত্যাদি।—(১) কোন ব্যক্তির নিকট হইতে কর্তৃপক্ষ ও ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের পাওনা সরকারী দাবী হিসাবে Public Demands Recovery Act, 1913 (Ben. Act III of 1913) এর বিধানানুসারে আদায়যোগ্য হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোন ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক Public Demands Recovery Act, 1913 (Ben. Act III of 1913) এর আওতায় মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে পাওনার ন্যূনতম সিলিং অথরিটি কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত হইবে এবং প্রতিষ্ঠানের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনীয় অনুমোদন ও অন্যান্য প্রক্রিয়া অনুসরণপূর্বক এ জাতীয় মামলা দায়ের করিতে হইবে।"

কর্তৃপক্ষের আদেশক্রমে

এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান
মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি
আগারগাঁও, ঢাকা।